প্রথম আলো

তারিখ 3 AUG 2009
পৃষ্ঠা ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ

শিক্ষকদের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ আনলেন শিক্ষার্থীরা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে অসহযোগিতার অভিযোগ এনেছেন শিক্ষার্থীরা। তাঁদের দাবি, ইংরেজি বিভাগে সন্ধ্যাকালীন এমএ কোর্স চালু করতে না দেওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে শিক্ষকেরা এসব করছেন।

গতকাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ইংরেজি বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের নিয়মিত শিক্ষার্থীরা এ অভিযোগ করেন। সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা বলেন, শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের প্রত্যয়নপত্রসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্বাক্ষর ও সত্যায়িত করার ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করছেন। ফলে শিক্ষার্থীরা বৃত্তি পাওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের দাপ্তরিক কাজে হয়রানির শিকার হচ্ছেন।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা বলেন, ইংরেজি বিভাগে সন্ধ্যাকালীন এমএ কোর্স চালুর ঘোষণার পর শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ কোর্স চালুর সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষণা করে। কিন্তু বর্তমানে প্রশাসন ওই কোর্সটি পুনরায় চালুর তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে।

শিক্ষার্থীরা বলেন, নিয়ম অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগে লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকার কথা। কিন্তু শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের পর থেকে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষকেরা আর সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। শিক্ষার্থীরা বলেন, বিভাগ থেকে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের ঠিকানায় একাডেমিক শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজের অভিযোগ এনে চিঠি পাঠানো হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাঁদের পরিবারের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষার্থীরা বলেন, ইংরেজি বিভাগে সন্ধ্যাকালীন এমএ কোর্স সম্পূর্ণভাবে বাতিল, বিভাগে সহশিক্ষা কার্যক্রম চালু, শিক্ষার্থীদের হয়রানি বন্ধ ও তথ্য অনুসন্ধান কমিটির কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। এ ছাড়া সব ধরনের হয়রানিমূলক কর্মকাণ্ড বন্ধ ও কোর্সভিত্তিক পরীক্ষার ফলাফল সর্বোচ্চ তিন মাস এবং সেমিস্টার পদ্ধতির পরীক্ষার ফলাফল সর্বোচ্চ এক মাসের মধ্যে প্রকাশ করার দাবি জানান তাঁরা।

অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চাইলে ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান খোন্দকার আশরাফ হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, শিক্ষার্থীদের বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে তাঁদের পরিবারকে ধারণা দেওয়ার জন্য এসব চিঠি দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া নির্দিষ্ট কাউকে ঐ চিঠি দেওয়া হয়নি। সব শিক্ষার্থীর পরিবারই এ চিঠি পেয়েছে।

তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান বলেন, শিক্ষার্থীরা কারও চাপে পড়ে বিভাগীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে, নাকি নিজ থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে সন্ধ্যাকালীন কোর্স চালুর বিরোধিতা করেছে, তা অনুসন্ধান করতেই এ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এটা কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়, বরং জনমত যাচাই করার জন্য করা হয়েছে।

সহশিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে চেয়ারম্যান বলেন, শিক্ষার্থীদের কয়েকজন বিশৃঙ্খল আন্দোলনের মাধ্যমে বিভাগের কক্ষের দরজায় লাথি দিয়েছে, শিক্ষকদের পেছন থেকে গালি দিয়েছে। ফলে শিক্ষকেরা এখনই সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে মুখ থেকে প্রস্তুত নন। তবে এটা কখনো চালু হবে না, এমন নয়।